DEC. 06 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৩

ইসলামপুর উপজেলার চরাঞ্চলের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বেহাল অবস্থা

ইসলামপুর (জামালপুর) থেকে সংবাদদাতা।। উপজেলার চরাঞ্চলের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। গৃহসমস্যা, আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা এবং শিক্ষকদের কর্তব্যে অবহেলার কারণে চরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যমুনা নদীর ভাঙ্গন কবলিত পশ্চিম ইসলামপুরের জিগাতলা, শিলাদহ, চরবড়ল, সিন্দুরতলী, হরিনধরা, সাপধরী, চরদিঘাইর, চরনন্দনের পাড়া, কুলকান্দিটিকে কাশারী ডোবা, হাড়িগিলা, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র প্রায় একই রকম। বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং পাঠদানের উপযোগী ঘর নেই। বিদ্যালয়গুলোর টিনের ঘরের সরঞ্জাম বারবার ভাঙ্গন কবলিত হওয়ার কারণে খোয়া গেছে। শিলদহ, সিন্দুরতলী ও কুলকান্দি টিকে সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয় যমুনা ভাঙ্গণ কবলিত তীরে কোনমতে টিকে আছে। এ বিদ্যালয় ভবনগুলো যেকোন সময় যমুনা নদীগর্ভে বিলীন হতে পারে। জিগাতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে এলাকার কিছু অসাধু লোকজন চক্রান্তে লিপ্ত। বিদ্যালয়টি যমুনার ভাঙ্গনের শিকার হওয়ার পর পুনঃ স্থাপনের স্থান নির্ধারণ নিয়ে '৯৮ সাল থেকে দু'গ্রুপে কয়েকদফা সংঘর্ষের ঘটনায় বেশ ক'টি মামলা চলছে। চর দিঘাইড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস চলছে একচালা

(৬ষ্ঠ পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামপুর উপজেলার

(৯ম পৃঃ পর)

টিনের ঘরে। এ বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল নেই, নেই প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। বেঞ্চ স্বল্পতার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের বসানো হয় মাটিতে খড় বিছিয়ে।

উল্লেখিত বিদ্যালয়গুলোতে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম শ্যালো নৌকা। গুঠাইল ঘাট থেকে সকাল বেলা ছেড়ে যাওয়া শ্যালো নৌকায় শিক্ষকরা যান—আবার ফিরে আসেন বিকালের নৌকায়। যাতায়াতের প্রতিকূলতার জন্য অনেক শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে যান না। অনেক বিদ্যালয়ে পাঠদান চলে প্রকৃত শিক্ষকের পরিবর্তে প্রক্সি-শিক্ষক দিয়ে। সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো সঠিকভাবে তদারকী ও করেন না যাতায়াতের প্রতিকূলতার কারণে।

অপরদিকে ব্রহ্মপুত্র বিধৌত-পূর্ব ইসলামপুরের চরাঞ্চলের ৫টি ইউনিয়নের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে শিক্ষা উপকরণের তীব্র সংকট। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিকূলতার অজুহাতে এখানেও রয়েছে প্রক্সিশিক্ষক সিস্টেম। স্বল্প শিক্ষিত প্রশিক্ষণবিহীন প্রক্সিশিক্ষকরা পাঠদান করেন দায়সারা গোছের।